

এক নজরে বাংলাদেশ পরিচিতি

Location→

দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ

20.34'-26.38' North latitude

55.01'-92.41' East longitude

Area→

Total Area →-147570 km² // 56977 mile² // 147 million hectare // 364 million acre.

Border→

মোট সীমারেখাঃ 4712 km // 2928 mile (5138 km BDR)

স্থলসীমাঃ 3995 km (4427km BDR)

জলসীমাঃ 716 km (711 km BDR)

অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমাঃ 200 nautical Mile(370 km)

রাজনৈতিক সমুদ্রসীমাঃ 12 nautical mile (22.2 km)

ভারতের সাথে সীমানাঃ 3715 km (4156 km BDR) সীমান্ত জেলা 30 টি,

{সমস্যা রয়েছে 42 km , নির্ণয় করা হয়নি 6.4 km}

মায়নমারের সাথে সীমানাঃ 280 km (271 km BDR) সীমান্ত জেলা 3 টি

ছিটমহল(Enclave)→- 51টি(ভারতের মধ্যে বাংলাদেশের) 111টি (বাংলাদেশের মধ্যে ভারতের)

ভূপ্রকৃতিঃ

সর্বোচ্চ পর্বতঃ তাজিগুং বা বিজয় →- 1231 km(4039 ft) বান্দরবন

সর্বোচ্চ ও বৃহত্তম পাহাড়ঃ গারো পাহাড় (ময়মনসিংহ)

বাংলাদেশ ও পৃথিবীর দীর্ঘতম সমুদ্র সৈকতঃ কক্সবাজার (দৈর্ঘ্য ১২০ km)

Xclusive

⇒ সরকারি নাম → গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। (People's Republic of Bangladesh)

⇒ রাজধানী → ঢাকা

⇒ ভাষা → রাষ্ট্র ভাষা বাংলা

⇒ আয়তন → ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার বা ৫৬,৯৭৭ বর্গ মাইল

⇒ ভৌগোলিক অবস্থান → 20°34'' উত্তর হতে 26°38'' উত্তর অক্ষাংশ এবং 88°01'' পূর্ব হতে 92°41'' পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।

- ⇒ সীমানা → উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়, পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং মায়ানমার। পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।
- ⇒ মোট সীমা → ৫,১৩৮ কি. মি.।
- ⇒ সরকার পদ্ধতি → সংসদীয় পদ্ধতির সরকার। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, এক কক্ষবিশিষ্ট পার্লামেন্ট এর নাম জাতীয় সংসদ। জাতীয় সংসদে ৩০০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকে। (এখানে উল্লেখ্য যে, সংসদে মহিলাদের জন্য ৪৫টি সংরক্ষিত আসন রয়েছে। মোট আসন ৩৪৫টি।)
- ⇒ মাথাপিছু আয় → ৭৫০ মার্কিন ডলার (সূত্র অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১০)।
- ⇒ মাথাপিছু বৈদেশিক ঋণ → ১০,৩১২ টাকা [১৪৭ মার্কিন ডলার]।
- ⇒ স্থানীয় সময় → গ্রীনিচ মান সময় অপেক্ষা ৬ ঘণ্টা আগে।
- ⇒ জলবায়ু → মৌসুমি জলবায়ু বিরাজমান।
- ⇒ গড় তাপমাত্রা → ২৫.৭০ ডিগ্রী সেলসিয়াস।
- ⇒ গড় বৃষ্টিপাত → ২০৩ সেন্টিমিটার।
- ⇒ লোকসংখ্যা → ১৪ কোটি ৬১ লাখ (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১০) (২০০১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী ১২ কোটি ৯২ লাখ ৪৭ হাজার ২৩৩ জন)।
- ⇒ পুরুষ → ৬,৫৮,৪১,৪১৯ জন [২০০১ আদমশুমারি রিপোর্ট]।
- ⇒ মহিলা → ৬,৩৪,০৫,৮১৪ জন। [২০০১ আদমশুমারি অনুযায়ী]।
- ⇒ পুরুষ ও মহিলা অনুপাত → ১০৪ → ১০০ [অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১০] ১০৩.৮ → ১০০ জন। [২০০১ আদমশুমারি অনুযায়ী]।
- ⇒ জনসংখ্যার ঘনত্ব → বর্তমানে ৯৯০ জন প্রতি বর্গ কি.মি. (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১০)। (২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ৮৩৪ জন প্রতি বর্গ কি.মি. এ)।
- ⇒ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার → ১.৩২% (অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১০)।
- ⇒ মানুষের গড় আয়ু → ৬৬.৮ বছর। (সূত্র অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১০)।
- ⇒ সাক্ষরতার হার → ৫৪.৮% (সূত্র → অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১০)।
- ⇒ ধর্ম → মুসলিম ৮৮.৩৫%, হিন্দু ১০.৫%, বৌদ্ধ ০.৬%, খ্রিস্টান ০.৩% এবং অন্যান্য ০.৩%।
- ⇒ অর্থনীতি → এ দেশের অর্থনীতি প্রধানত কৃষিনির্ভর।
- ⇒ প্রধান রপ্তানি দ্রব্য → বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি দ্রব্যগুলো হলো তৈরি পোশাক, চা, হিমায়িত চিংড়ি, চামড়া, কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যাদি।
- ⇒ প্রধান আমদানি দ্রব্য → বাংলাদেশের প্রধান আমদানি দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে খাদ্যসামগ্রী, অপরিিশোধিত তেল, ঔষধ, শিল্পের কাঁচামাল, কল-কজা, রাসায়নিক দ্রব্য, খুচরা যন্ত্রাংশ প্রভৃতি।
- ⇒ বিভাগ → ৭টি।
- ⇒ সর্বশেষ বিভাগ হলো → রংপুর।
- ⇒ সিটি কর্পোরেশন → ৬টি।
- ⇒ জেলা → ৬৪টি।

➡ উপজেলা → ৪৮৩ টি (সর্বশেষ ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার বিজয়নগর)।

[নোট → কুমিল্লার ভাঙ্গুরাকে ৪৮৪তম উপজেলা হিসেবে ঘোষণা করা হলেও এখনও প্রশাসনিক কার্যক্রম শুরু হয়নি।]

➡ প্রশাসনিক থানা → ৬০৯টি।

➡ ইউনিয়ন → ৪,৫০১টি।

➡ গ্রাম → ৮৭,৩১৯টি।

➡ পৌরসভা → ৩১১টি।

২০১১ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট

২০১১ সালের আদমশুমারি ও গৃহগণনা অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ১৪ কোটি ২৩ লাখ ১৯ হাজার।

এর মধ্যে পুরুষ ৭ কোটি ১২ লাখ ৫৫ হাজার। নারীর সংখ্যা ৭ কোটি ১০ লাখ ৬৪ হাজার।

পুরুষ ও নারীর অনুপাত ১০০.৩→১০০। অর্থাৎ ১০০ জন নারীর বিপরীতে পুরুষের সংখ্যা ১০০ দশমিক ৩ জন।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৯৬৪ জন।

২০ অক্টোবর জাতিসংঘ জনসংখ্যা তহবিল 'বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি প্রতিবেদন ২০১০'-এর তথ্য-জনসংখ্যা ১৬ কোটি ৪৪ লাখ ২৫ হাজার।

জুলাই, ২০১০ আমেরিকার সেন্ট্রাল ইনটেলিজেন্স এজেন্সির (সিআইএ) ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্ট বুক বাংলাদেশের জনসংখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে ১৫ কোটি ৬০ লাখ ৫০ হাজার ৮৮৩ জন!

এই দুইটি থেকে জনসংখ্যার ব্যবধান দাঁড়িয়েছে ৮৩ লাখ ৭৮ হাজার ১১৭ জন!

বর্তমান= ১৪২৩১৯০০০

জাতিসংঘ=১৬৪৪২৫০০০

===== -২২১০৬০০০

এর আগে ২০০৮ সালে বিশ্বব্যাংকের পরিসংখ্যানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে ১৬ কোটি। আবার ২০০৭ সালে সিআইএ ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্ট বুক বাংলাদেশের জনসংখ্যা দেখানো হয়েছে ১৫ কোটি। একই বছর (২০০৭) জাতিসংঘ এই সংখ্যা দেখানো হয় ১৫ কোটি ৯০ লাখ। একইভাবে ২০০৬ সালে ইউএনএফপিএর পরিসংখ্যানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ছিলো ১৪ কোটি ৪০ লাখ, কিন্তু সিআইএ ওয়ার্ল্ড ফ্যাক্ট বুক ছিলো ১৪ কোটি ৭০ লাখ। এ ছাড়া ২০০৫ সালে বাংলাদেশের জনসংখ্যা সম্পর্কে ইন্টারন্যাশনাল পপুলেশন রেফারেন্স ব্যুরো এবং আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টের পৃথক পরিসংখ্যানে ছিলো ১৪ কোটি ৪০ লাখ। অন্যদিকে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক বিভাগের পরিসংখ্যানে ছিলো ১৪ কোটি ২০ লাখ। ইউএনএফপিএ ২০০৬ সালের পরিসংখ্যানে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৪০ লাখ দেখানো হলেও এই সংখ্যাটি ২০০৩ সালে বাংলাদেশের এই জনসংখ্যা দেখিয়েছিলো ১৫ কোটি।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুসারে,

২০০১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী ওই সময় দেশের মোট জনসংখ্যা ছিলো ১২ কোটি ৯০ লাখ। এর আগের আদমশুমারিতে ১৯৯১ সালে ছিলো ১১ কোটি ২০ লাখ। বর্তমান, ১৪ কোটি ২৩ লাখ ১৯ হাজার!

১০ বছরে সরকারী হিসাব মতে মাত্র ১ কোটি ৩১ লাখ ৯ হাজার জন বৃদ্ধি পেয়েছে!

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অবস্থান

- ⇒ আয়তনে বাংলাদেশের বড় বিভাগ → চট্টগ্রাম বিভাগ (৩৩,৭৭১ বর্গ কি. মি.)
- ⇒ আয়তনে বাংলাদেশের ছোট বিভাগ → সিলেট বিভাগ (১২,৫৯৬ বর্গ কি.মি)।
- ⇒ জনসংখ্যায় বাংলাদেশের বড় বিভাগ → ঢাকা বিভাগ।
- ⇒ জনসংখ্যায় বাংলাদেশের ছোট বিভাগ → সিলেট বিভাগ।
- ⇒ আয়তনে বাংলাদেশের বড় জেলা → রাঙামাটি (৬,১১৬ বর্গ কি.মি.)।
- ⇒ আয়তনে বাংলাদেশের ছোট জেলা → মেহেরপুর (৭১৬ বর্গ কি. মি.)।
- ⇒ আয়তনে বাংলাদেশের বড় থানা → শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)।
- ⇒ আয়তনে বাংলাদেশের ছোট থানা → কোতয়ালী।
- ⇒ জনসংখ্যায় বাংলাদেশের বড় জেলা → ঢাকা।
- ⇒ জনসংখ্যায় বাংলাদেশের ছোট জেলা → বান্দরবান।
- ⇒ জনসংখ্যা বাংলাদেশের বড় থানা → বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী)।
- ⇒ জনসংখ্যায় বাংলাদেশের ছোট থানা → রাজস'লী (রাঙামাটি)।
- ⇒ বাংলাদেশের সর্বউত্তরের জেলা → পঞ্চগড়।
- ⇒ বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের জেলা → কক্সবাজার।
- ⇒ বাংলাদেশের সবচেয়ে পূর্বের জেলা → বান্দরবান।
- ⇒ বাংলাদেশের সবচেয়ে পশ্চিমের জেলা → নবাবগঞ্জ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ)।
- ⇒ বাংলাদেশের সর্বউত্তরের থানা → তেঁতুলিয়া।
- ⇒ বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের থানা → টেকনাফ।
- ⇒ বাংলাদেশের পূর্বের থানা → থানচি।
- ⇒ বাংলাদেশের পশ্চিমের থানা → শিবগঞ্জ।

- ⇒ বাংলাদেশের সর্বউত্তরের স্থান → বাংলাবান্ধা।
- ⇒ বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের স্থান → ছেড়াদ্বীপ।
- ⇒ বাংলাদেশের সর্ব পূর্বের স্থান → আখানইঠং।
- ⇒ বাংলাদেশের সর্ব পশ্চিমের স্থান → মনাকশা।
- ⇒ বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণের থানা → জকিগঞ্জ।
- ⇒ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের থানা → টেকনাফ।
- ⇒ বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের স্থান → ছেড়াদ্বীপ (যদি ছেড়া দ্বীপ না থাকে সেন্টমার্টিন হবে)।
- ⇒ বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের দ্বীপ → ছেড়াদ্বীপ (যদি ছেড়া দ্বীপ না থাকে সেন্টমার্টিন হবে)।
- ⇒ বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের ইউনিয়ন → সেন্টমার্টিন।
- ⇒ বর্তমানে বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের স্থান বা দ্বীপ → ছেড়াদ্বীপ।

⇒ আয়তনে ক্ষুদ্রতম ৫ জেলা

মেহেরপুরের আয়তন → ৭১৬ বর্গ কিমি।

ঝালকাঠির আয়তন → ৭৫৮ বর্গকিমি।

নারায়ণগঞ্জের আয়তন → ৭৬০ বর্গকিমি।

ফেনীর আয়তন → ৯২৮ বর্গকিমি।

মুন্সিগঞ্জের আয়তন → ৯৫৫ বর্গকিমি।

⇒ আয়তনে বৃহত্তম ৫ জেলা

রাঙামাটির আয়তন → ৬১১৬ বর্গ কিমি।

চট্টগ্রামের আয়তন → ৫২৮৩ বর্গ কিমি।

বান্দরবানের আয়তন → ৪৪৭৯ বর্গ কিমি।

খুলনার আয়তন → ৪৩৯৫ বর্গ কিমি।

ময়মনসিংহের আয়তন → ৪৩৬৩ বর্গ কিমি।

- ⇒ 'পাদুয়া' নামক স্থানটি বাংলাদেশের যে জেলা সীমান্তে অবস্থিত → সিলেট।
- ⇒ বাংলাদেশের যে স্থানটি ৩০ বছর পর বি.ডি.আর- বি.এস.এফের কাছ থেকে পুনরুদ্ধার করে → সিলেটের পাদুয়া নামক স্থানটি
- ⇒ যে সময় বি.এস.এফ পাদুয়া নামক স্থানটি দখল করে নিয়েছিল → ১৯৭১ সালে।
- ⇒ বিডিআর বিএসএফের কাছ থেকে পাদুয়া পুনরুদ্ধার করে নিয়েছিল → ১৫ এপ্রিল, ২০০১।
- ⇒ পাদুয়া নামক স্থানটির আয়তন → ২৩৭ একর।
- ⇒ বিডিআর ও বিএসএফের মধ্যে বড় ধরনের সংঘর্ষ হয় → রৌমারীতে (১৮ এপ্রিল, ২০০১)।
- ⇒ বাংলাদেশের সাথে যে দেশের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে → ২টি, ভারত ও মায়ানমার।
- ⇒ বাংলাদেশের মোট সীমান্তবর্তী জেলা → ৩২টি।
- ⇒ ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী জেলা → ৩০টি।

▣ ভারতের সাথে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোর নাম▣

ঢাকা বিভাগের ৪টি- জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনা;

সিলেট বিভাগের ৪টি জেলা-সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ;

চট্টগ্রাম বিভাগের ৬টি- চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, ফেনী, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া;

রাজশাহী বিভাগের ৪টি- জয়পুরহাট, নওগাঁ, নবাবগঞ্জ ও রাজশাহী;

রংপুর বিভাগের ৬টি-কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, নীলফামারী, দিনাজপুর ও

খুলনা বিভাগের ৬টি- মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, যশোর, সাতক্ষীরা।

- ⇒ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ভারতের জেলা → ১৫টি। জেলাগুলো হচ্ছে- (১) মুর্শিদাবাদ (২) নদীয়া (৩) চব্বিশ পরগনা (৪) মালদহ (৫) বীরভূম (৬) কুচবিহার (৭) জলপাইগুড়ি (৮) বাহারামপুর (৯) কৃষ্ণনগর (১০) বারাসাত।

- ⇒ মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের যে জেলার সীমা রয়েছে → ৩টি, রাঙামাটি, বান্দরবান ও কক্সবাজার।
- ⇒ বাংলাদেশের যে জেলাটির সাথে ভারত ও মায়ানমারের সীমা রয়েছে → রাঙামাটি জেলা (একমাত্র)।

- ⇒ বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী যে জেলাটির সাথে ভারতের কোন সংযোগ নেই → বরিশাল বিভাগ।
- ⇒ বাংলাদেশের যে বিভাগের সাথে মায়ানমারের সীমান্ত সংযোগ রয়েছে → চট্টগ্রাম।
- ⇒ বাংলাদেশের যে বিভাগের সাথে মায়ানমারের কোন সীমান্ত সংযোগ নেই → ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, খুলনা, বরিশাল, রংপুর ও সিলেট বিভাগের সাথে।
- ⇒ অপারেশন পুশ ইন ও পুশ ব্যাক হল → ভারত কর্তৃক একতরফাভাবে বাংলাভাষীদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর প্রচেষ্টা হচ্ছে অপারেশন পুশ ইন আর বিডিআর কর্তৃক ঠেলে পাঠানো বাংলাভাষীদের ভারতে ফেরত পাঠানো হলো অপারেশন পুশ ব্যাক।

বাংলাদেশের নদ-নদী সংক্রান্ত তথ্য

- ⇒ বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদ-নদীর নাম → পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলী, সুরমা, মধুমতি।
- ⇒ শাখা-প্রশাখাসহ বাংলাদেশের নদ-নদীর সংখ্যা → ২৩০টি।
- ⇒ বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী → সুরমা (দৈর্ঘ্য ৩৯৯ কি. মি.)।
- ⇒ বাংলাদেশের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী → পদ্মা (দৈর্ঘ্য ৩৬৬ কি. মি.)।
- ⇒ বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদ → ব্রহ্মপুত্র (এটি বাংলাদেশের এক মাত্র নদ)।
- ⇒ বাংলাদেশের প্রশস্ত নদী → যমুনা।
- ⇒ বাংলাদেশের খরস্রোতা নদী → কর্ণফুলী
- ⇒ বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে বিভক্তকারী নদী → নাফ।
- ⇒ নাফ নদীর দৈর্ঘ্য → ৫৬ কি. মি.।
- ⇒ বাংলাদেশের মোট অভিন্ন বা আন্তঃসীমান্ত নদী → (বি.দ্র. ৫৮টি)।
- ⇒ ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে অভিন্ন নদী → ৫৫টি।
- ⇒ ভারত হতে বাংলাদেশে আসা নদী → ৫৫টি।
- ⇒ মায়ানমার থেকে আসা অভিন্ন নদী → ৩টি। যথা → নাফ, সাঙ্গু ও মাতামুহুরী।
- ⇒ বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক নদীর সংখ্যা → ১টি (পদ্মা/গঙ্গা)।
- ⇒ বাংলাদেশ হতে ভারতে প্রবেশকারী নদী → ১টি (কুলিখ)।

- ⇒ বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী নদী → হাড়িয়াভাঙ্গা।
- ⇒ দক্ষিণ তালপট্টা দ্বীপটি যে নদীর মোহনায় অবস্থিত → সাতক্ষীরা জেলার হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায়।
- ⇒ মেঘনা নদীর উৎপত্তিস্থল → আসামের লুসাই পাহাড়ে।
- ⇒ উৎপত্তিস্থলে মেঘনার নাম → বরাক নদী।
- ⇒ যে নদী বাংলাদেশের ভেতরে দুই ভাগ হয়ে কিছু দূর প্রবাহিত হয়ে পুনরায় মিলিত হয় → মেঘনা।
- ⇒ দুই ভাগ হয়ে মেঘনা যে যে নামে প্রবাহিত হয় → সুরমা ও কুশিয়ারা।
- ⇒ সুরমা ও কুশিয়ারা নদী মিলিত হয়ে মেঘনা নদী নাম ধারণ করে যে স্থানে → ভৈরব বাজারের নিকট আজমেরীগঞ্জ এ
- ⇒ সুরমা ও কুশিয়ারা পুনরায় মিলিত হয়ে যে নাম ধারণ করে → কালনি।
- ⇒ কালনি পুনরায় মেঘনা নাম ধারণ করে → ভৈরব বাজারের নিকট আজমিরীগঞ্জ এ
- ⇒ মেঘনা নদী পতিত হয়েছে → বঙ্গোপসাগরে।
- ⇒ বাকল্যাভ বাঁধ যে নদীর তীরে অবস্থিত → বুড়িগঙ্গা (১৮৬৪ সালে)।
- ⇒ পদ্মা নদী মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে → চাঁদপুরে।
- ⇒ যমুনা নদী পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে → গোয়ালন্দে।
- ⇒ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদী মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে → ভৈরব বাজার এ।
- ⇒ বাঙালী নদী যমুনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে → বগুড়ায়।
- ⇒ রূপসা নদীর সাথে ভৈরব নদী মিলিত হয়েছে → খুলনায়।
- ⇒ তিস্তা নদী ব্রহ্মপুত্র নদীর সাথে মিলিত হয়েছে → কুড়িগ্রামের চিলমারীতে।
- ⇒ বাংলাদেশের জলসীমার উৎপত্তি ও সমাপ্তি নদী → হালদা ও সাঙ্গু।
- ⇒ হালদা নদীর উৎপত্তিস্থল → খাগড়াছড়ির বাদনাতলী পর্বতশৃঙ্গ থেকে।
- ⇒ বাংলাদেশ হতে ভারতে গিয়ে পুনরায় বাংলাদেশে প্রবেশকারী নদীগুলো হল → আত্রাই, মহানন্দা, (পুনর্ভরা, টাঙ্গন)।
- ⇒ কাগুই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হয় → ১৯৬২ সালে।
- ⇒ কোন নদীতে বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করা হয়েছে → কর্ণফুলী নদীতে।

- ⇒ জোয়ার ভাটা হয় না যে নদীতে → গোমতী।
- ⇒ গোমতী নদীকে বলা হয় → কুমিল্লার দুঃখ।
- ⇒ যে নদীটি একজন ব্যক্তির নামে নামকরণ করা হয় → রূপসা (রূপ লাল সাহার নামে)।
- ⇒ যমুনা নদীর পূর্ব নাম → জোনাই নদী।
- ⇒ বুড়িগঙ্গা নদীর পূর্বনাম → দোলাই নদী (দোলাই খাল)।
- ⇒ ব্রক্ষপুত্র নদীর পূর্বনাম → লৌহিত্য।
- ⇒ পদ্মা নদীর পূর্বনাম → কীর্তিনাশা।
- ⇒ পদ্মা নদীর শাখা নদী → মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ, ভৈরব, কপোতাক্ষ, গড়াই, বড়াল, ইছামতি, কুমার, মাথাভাঙ্গা।
- ⇒ পদ্মার উপ-নদী → মহাগঙ্গা, টাঙ্গন, পুনর্ভবা, নগর, কুলিক।
- ⇒ যমুনা নদীর শাখা নদী → ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা।
- ⇒ যমুনা নদীর উপনদী → তিস্তা, ধরলা, করতোয়া, আত্রাই, বাঙালী, দুধকুমার, যমুনেশ্বরী।
- ⇒ মেঘনা নদীর উপনদী → শীতলক্ষ্যা, গোমতি, ডাকাতিয়া।
- ⇒ কর্ণফুলী নদীর উপনদী → চৈঙ্গী, মাসলং, সাইনী, হালদা, কাগুই, রাথিয়ং, গোয়ালখালী।
- ⇒ মায়ানমার হতে বাংলাদেশে আসা নদী → তিনটি। নাফ, মাতামুহুরী ও সাঙ্গু।
- ⇒ বুড়িগঙ্গা যে নদীর শাখা নদী → ধলেশ্বরী।
- ⇒ পদ্মা নদী যে জেলার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে → নবাবগঞ্জ (বৃহত্তর রাজশাহী)।
- ⇒ মেঘনা নদী যে জেলার মধ্যদিয়ে প্রবেশ করেছে → সিলেট।
- ⇒ ব্রক্ষপুত্র নদ যে জেলার মধ্যদিয়ে প্রবেশ করেছে → কুড়িগ্রাম।
- ⇒ তিস্তা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে যে জেলার মধ্যদিয়ে → নীলফামারী জেলা।
- ⇒ কর্ণফুলী নদী যে জেলার মধ্যদিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে → পার্বত্য চট্টগ্রাম ও রাঙামাটি মধ্যদিয়ে।
- ⇒ 'নদী সিক্তি' বলা হয় → নদীর ভাঙনে সর্বস্বান্ত জনগণকে।

- ⇒ 'নদী পয়ত্তী' বলা হয় → নদীর চর জাগলে যারা চাষাবাদ করতে যায় তাদেরকে।
- ⇒ যে নদীর মোহনায় নিঝুম দ্বীপ অবস্থিত → মেঘনা।
- ⇒ মাওয়া ফেরীঘাট যে নদীর তীরে অবস্থিত → পদ্মা নদীর তীরে।
- ⇒ মাওয়া ফেরীঘাট যে জেলায় অবস্থিত → মুন্সিগঞ্জ জেলায়।
- ⇒ কাওরাকান্দি ফেরীঘাট যে জেলায় অবস্থিত → রাজবাড়ি জেলায়।
- ⇒ পাটুরিয়া ফেরীঘাট যে জেলায় অবস্থিত → মানিকগঞ্জ জেলায়।
- ⇒ আরিচা ফেরীঘাট যে জেলায় অবস্থিত → মানিকগঞ্জ জেলায়।
- ⇒ নগরবাড়ি ফেরীঘাট যে জেলায় অবস্থিত → পাবনা জেলায়।
- ⇒ বাহাদুরাবাদ ঘাট যে জেলায় অবস্থিত → জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জে।
- ⇒ জগন্নাথগঞ্জ ঘাট যে জেলায় অবস্থিত → জামালপুর জেলার সরিষাবাড়িতে।
- ⇒ ব্রহ্মপুত্র নদীর প্রধান শাখার নাম → যমুনা।
- ⇒ শীতলক্ষ্যা নদীর উৎপত্তিস্থল → পদ্মা নদী থেকে।
- ⇒ বাংলাদেশের প্রধান নদী বন্দর → নারায়ণগঞ্জ।
- ⇒ বাংলাদেশের নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত → ফরিদপুরে।
- ⇒ বাংলাদেশের যে জেলাটির নামকরণ করা হয়েছে একটি নদীর নামানুসারে → ফেনী।
- ⇒ টিপাইমুখ অবস্থিত → ভারতের মণিপুর রাজ্যের চুরাচাঁদপুর জেলায় (বাংলাদেশের সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ১০০ কি. মি.)।
- ⇒ ভারতে সমপ্রতি যে নদীতে বাঁধ দেয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে → টিপাইমুখ নামক স্থানে বরাক নদীতে (সুরমা যা পরবর্তীতে মেঘনা নদীতে পরিনত হয়)।
- ⇒ ভারত যে নদীর ওপর ফারাক্কা বাঁধ তৈরি করেছে → গঙ্গা।

বাংলাদেশের বন্দর সমূহ (স্থল, সমুদ্র ও অন্যান্য)

- ⇒ বাংলাদেশে সমুদ্র বন্দর রয়েছে → দুটি। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্র বন্দর।
- ⇒ বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর → চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর।
- ⇒ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর যে সালে প্রতিষ্ঠিত হয় → ২৫ এপ্রিল, ১৮৮৭ সালে।
- ⇒ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম শুরু করেন → ১৮৮৮ সালে।
- ⇒ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর যে নদীর তীরে অবস্থিত → কর্ণফুলী নদীর তীরে।
- ⇒ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরকে বলা হয় → বাংলাদেশের প্রবেশ দ্বার।
- ⇒ বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর → মংলা সমুদ্র বন্দর।
- ⇒ মংলা সমুদ্র বন্দর যে নদীর তীরে অবস্থিত → পশুর নদীর তীরে (বাগেরহাট)।
- ⇒ মংলা সমুদ্র বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয় → ১ ডিসেম্বর ১৯৫০ সালে।
- ⇒ মংলা সমুদ্র বন্দরে বড় জাহাজের মাল খলাস করা হয় → চালনায়।
- ⇒ বাংলাদেশে প্রস্তাবিত তৃতীয় সমুদ্র বন্দরটি স্থাপন করা হবে → নোয়াখালীতে।
- ⇒ বাংলাদেশে প্রস্তাবিত সর্বশেষ সমুদ্র বন্দরটি স্থাপন করা হবে → কুতুবদিয়ায়।
- ⇒ বাংলাদেশের প্রধান নদীবন্দর → নারায়ণগঞ্জ।
- ⇒ নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরটি যে নদীর তীরে অবস্থিত → শীতলক্ষ্যা।
- ⇒ মেঘনা নদীর তীরবর্তী বিখ্যাত নদী বন্দর হল → চাঁদপুর।
- ⇒ বাংলাদেশের প্রধান নদী বন্দরগুলো → নারায়ণগঞ্জ, চাঁদপুর, গোয়ালন্দ।
- ⇒ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ও প্রধান স'ল বন্দর হল → বেনাপোল স'ল বন্দর।
- ⇒ বেনাপোল স'ল বন্দর অবস্থিত → যশোর জেলায়।
- ⇒ বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর → হিলি স'ল বন্দর।
- ⇒ হিলি স'ল বন্দর অবস্থিত → দিনাজপুরে।
- ⇒ 'ভোমরা স্থলবন্দর' অবস্থিত → সাতক্ষীরা জেলায়।

⇒ 'কসবা স্থলবন্দর' অবস্থিত → ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়।

⇒ 'বুড়িমারী স্থলবন্দর টি' অবস্থিত → লালমনিরহাট জেলায়।

⇒ 'বাংলাবান্দা স্থলবন্দর' যে জেলায় অবস্থিত → পঞ্চগড় জেলায়।

⇒ 'হাতীবান্দা স্থলবন্দর' অবস্থিত → লালমনিরহাট।

⇒ বাংলাদেশের স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ গঠন করা হয় → ১৪ মে, ২০০১ সালে।

⇒ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় অবস্থিত → চট্টগ্রামে।

⇒ আভ্যন্তরীণ কনটেইনার ডিপো (আইসিডি) অবস্থিত → ঢাকায় কমলাপুরে (উল্লেখ্য চট্টগ্রামেও একটি স্থাপিত হবে)।

⇒ বাংলাদেশের সর্বশেষ স্থলবন্দর → নাকুগাঁও, নালিতাবাড়ী, শেরপুর।

⇒ বাংলাদেশের প্রধান স্থলবন্দর গুলো এবং এদের অবস্থান দেখানো হল →

নাম → বেনাপোল , অবস্থান → যশোর

নাম → হিলি , অবস্থান → দিনাজপুর

নাম → ভোমরা , অবস্থান → সাতক্ষীরা

নাম → বুড়িমারি , অবস্থান → লালমনিরহাট

নাম → বিরল , অবস্থান → দিনাজপুর

নাম → দর্শনা , অবস্থান → চুয়াডাঙ্গা

নাম → আখাউড়া , অবস্থান → ব্রাহ্মণবাড়িয়া

নাম → কসবা , অবস্থান → ব্রাহ্মণবাড়িয়া

নাম → বাংলাবান্দা , অবস্থান → পঞ্চগড়

নাম → টেকনাফ , অবস্থান → কক্সবাজার

নাম → হালুয়াঘাট , অবস্থান → ময়মনসিংহ

নাম→ সোনা মসজিদ , অবস্থান→ চাঁপাই নবাবগঞ্জ

নাম→ বিবির বাজার , অবস্থান→ কুমিল্লা

নাম→ তামাবিল , অবস্থান→ সিলেট

নাম→ বিলোনিয়া , অবস্থান→ পরশুরাম, ফেনী

নাম→ নাকুগাঁও , অবস্থান→ নালিতাবাড়ী, শেরপুর

⇒ মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য পরিচালিত হয় যে বন্দর দিয়ে → টেকনাফ স্থলবন্দর দিয়ে।

⇒ বাংলাদেশের যে স্থলবন্দর বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হয়েছে → টেকনাফ স্থলবন্দর।

বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহের বর্তমান ও পুরাতন নাম

⇒ বর্তমান নাম→ বাংলাদেশ , পুরাতন নাম→ বঙ্গ-দ্রাবিড়/ বাঙ্গলা/ বাংলা/ পূর্ব বাংলা/ পূর্ব পাকিস্তান

⇒ বর্তমান নাম→ ঢাকা , পুরাতন নাম→ জাহাঙ্গীরনগর/ ঢাবেক্কো/ ঢুকা

⇒ বর্তমান নাম→ সোনারগাঁও , পুরাতন নাম→ সুবর্ণ গ্রাম

⇒ বর্তমান নাম→ কুমিল্লা , পুরাতন নাম→ ত্রিপুরা

⇒ বর্তমান নাম→ ময়নামতি , পুরাতন নাম→ রোহিতাগিরি

⇒ বর্তমান নাম→ সেন্ট মার্টিন দ্বীপ , পুরাতন নাম→ নারিকেল জিঞ্জিরা

⇒ বর্তমান নাম→ নিঝুম দ্বীপ , পুরাতন নাম→ বাউলার চর

⇒ বর্তমান নাম→ লালবাগ দুর্গ , পুরাতন নাম→ আওরঙ্গবাদ কেল্লা/দুর্গ

⇒ বর্তমান নাম→ মহাস্থানগড় , পুরাতন নাম→ পুন্ড্রবর্ধন

⇒ বর্তমান নাম→ ময়মনসিংহ , পুরাতন নাম→ নাসিরবাদ

⇒ বর্তমান নাম→ ফরিদপুর , পুরাতন নাম→ ফাতেহাবাদ

⇒ বর্তমান নাম→ কক্সবাজার , পুরাতন নাম→ ফালকিং

- ⇒ বর্তমান নাম→ সিলেট , পুরাতন নাম→ জালালাবাদ/শ্রীহট্ট
- ⇒ বর্তমান নাম→ মুজিবনগর , পুরাতন নাম→ বৈদ্যনাথ তলা
- ⇒ বর্তমান নাম→ ফেনী , পুরাতন নাম→ শমসের নগর
- ⇒ বর্তমান নাম→ জামালপুর , পুরাতন নাম→ সিংহজানী
- ⇒ বর্তমান নাম→ গাইবান্ধা , পুরাতন নাম→ ভবানীগঞ্জ
- ⇒ বর্তমান নাম→ চট্টগ্রাম , পুরাতন নাম→ ইসলামাবাদ/পোর্ট-গ্র্যান্ড/ সাত-ইল-গঞ্জ/ চট্টলা/ চাটগাঁও
- ⇒ বর্তমান নাম→ শাহবাগ , পুরাতন নাম→ বাগ-ই-শাহেন শাহ
- ⇒ বর্তমান নাম→ বরিশাল , পুরাতন নাম→ চন্দ্রদ্বীপ/ বাকলা/ইসমাইলপুর
- ⇒ বর্তমান নাম→ নোয়াখালী , পুরাতন নাম→ সুধারাম/ভুলুয়া।
- ⇒ বর্তমান নাম→ কুষ্টিয়া , পুরাতন নাম→ নদীয়া
- ⇒ বর্তমান নাম→ খুলনা , পুরাতন নাম→ জাহানাবাদ
- ⇒ বর্তমান নাম→ বাগেরহাট , পুরাতন নাম→ খলিফাবাদ
- ⇒ বর্তমান নাম→ যশোর , পুরাতন নাম→ খলিফাতাবাদ
- ⇒ বর্তমান নাম→ দিনাজপুর , পুরাতন নাম→ গণ্ডোয়ানাল্যান্ড
- ⇒ বর্তমান নাম→ রাজবাড়ি , পুরাতন নাম→ গোয়ালন্দ
- ⇒ বর্তমান নাম→ শরীয়তপুর , পুরাতন নাম→ ইন্দ্রাকপুর পরগনা
- ⇒ বর্তমান নাম→ গজারিয়া , পুরাতন নাম→ দোয়ার
- ⇒ বর্তমান নাম→ আসাদ গেইট , পুরাতন নাম→ আইয়ুব নগর
- ⇒ বর্তমান নাম→ শেরে বাংলা নগর , পুরাতন নাম→ আইয়ুব নগর

- ⇒ বর্তমান নাম→ ভোলা , পুরাতন নাম→ শাহবাজপুর
- ⇒ বর্তমান নাম→ মুন্সিগঞ্জ , পুরাতন নাম→ বিক্রমপুর
- ⇒ বর্তমান নাম→ সাতক্ষীরা , পুরাতন নাম→ সাতঘরিয়া
- ⇒ বর্তমান নাম→ উত্তরবঙ্গ , পুরাতন নাম→ বরেন্দ্রভূমি
- ⇒ বর্তমান নাম→ রাঙামাটি , পুরাতন নাম→ হরিকেল
- ⇒ বর্তমান নাম→ বাংলা একাডেমী , পুরাতন নাম→ বর্ধমান হাউজ
- ⇒ বর্তমান নাম→ সিরডাপ কার্যালয় , পুরাতন নাম→ চামেলি হাউজ
- ⇒ বর্তমান নাম→ প্রধানমন্ত্রীর ভবন , পুরাতন নাম→ গণভবন (করতোয়া)
- ⇒ বর্তমান নাম→ বঙ্গভবন , পুরাতন নাম→ গভর্নর হাউজ/গভর্নর
- ⇒ বর্তমান নাম→ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় , পুরাতন নাম→ পুরাতন সংসদ ভবন
- ⇒ বর্তমান নাম→ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় , পুরাতন নাম→ রমনা হাউজ
- ⇒ বর্তমান নাম→ রাজউক , পুরাতন নাম→ ডি.আই.টি (Dhaka Improvement Trust)
- ⇒ বর্তমান নাম→ হযরত শাহজালাল (রঃ) আন-জাঁতিক বিমানবন্দর , পুরাতন নাম→ জিয়া আন-জাঁতিক বিমানবন্দর
- ⇒ বর্তমান নাম→ মেঘনা (রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন) , পুরাতন নাম→ হানিফ আদমজির বাসভবন
- ⇒ বর্তমান নাম→ পদ্মা (রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন) , পুরাতন নাম→ গুল মোহাম্মদ আদমজির বাসভবন
- ⇒ বর্তমান নাম→ বাহাদুর শাহ পার্ক , পুরাতন নাম→ ভিক্টোরিয়া পার্ক
- ⇒ বর্তমান নাম→ নোয়াখালী ও কুমিল্লা অঞ্চল , পুরাতন নাম→ সমতট
- ⇒ বর্তমান নাম→ সাভার , পুরাতন নাম→ সাভাউর
- ⇒ বর্তমান নাম→ টঙ্গী , পুরাতন নাম→ টুঙ্গী

- ➡ বর্তমান নাম → গাজীপুর , পুরাতন নাম → জয়দেবপুর
- ➡ বর্তমান নাম → চাঁপাই নবাবগঞ্জ , পুরাতন নাম → গৌড়
- ➡ বর্তমান নাম → বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় , পুরাতন নাম → পি.জি. হাসপাতাল
- ➡ বর্তমান নাম → বঙ্গবন্ধু কৃষি কলেজ , পুরাতন নাম → ইপসা
- ➡ বর্তমান নাম → সুপ্রিম কোর্ট ভবন , পুরাতন নাম → গভর্নরের বাসভবন

এক নজরে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠা কাল

- ১) শিশু একাডেমী → ১৯৭৭ সাল।
- ২) শিল্পকলা একাডেমী → ১৯৭৪ সাল।
- ৩) বাংলা একাডেমী → ১৯৫৫ সাল।
- ৪) এশিয়াটিক সোসাইটি → ১৯৫২ সাল।
- ৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় → ১৯২১ সাল।
- ৬) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি → ১৯১১ সাল।
- ৭) মোহাম্মেডান লিটারেরি সোসাইটি → ১৮৬৩ সাল।
- ৮) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় → ১৮৫৭ সাল
- ৯) কাউন্সিল অব এডুকেশন → ১৮৪২ সাল।
- ১০) ভবুবোধিনী সভা → ১৮৩৯ সাল।
- ১১) জেলা স্কুল প্রতিষ্ঠা → ১৮৩৫ সাল।
- ১২) অ্যাংলো ইন্ডিয়ান হিন্দু অ্যাসোসিয়েশন → ১৮৩০ সাল।
- ১৩) ব্রহ্ম মন্দির → ১৮২৮ সাল।
- ১৪) গৌড়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠা → ১৮২৩ সাল।
- ১৫) বিশপাস → ১৮১৮ সাল।
- ১৬) আরপুলি কলেজ → ১৮১৮ সাল।

১৭) শ্রীরামপুর কলেজ → ১৮১৮ সাল।

১৮) স্কুল-কলেজ ও স্কুল সোসাইটি → ১৮১৮ সাল।

১৯) হিন্দু কলেজ → ১৮১৭ সাল।

২০) কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি → ১৮১৭ সাল।

২১) ব্যাপিষ্ট মিশন ও ছাপাখানা → ১৭৯৯ সাল।

২২) ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ → ১৮০০ সাল।

২৩) সংস্কৃত কলেজ → ১৭৯১ সাল।

২৪) কলকাতা মাদ্রাসা → ১৭৮১ সাল।

গুরুত্বপূর্ণ নদীর শাখা নদী ও উপ-নদী

⇒ পদ্মার শাখা নদী → মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ, ভৈরব, কপোতাক্ষ, গড়াই, ইছামতি, মাথাভাঙ্গা।

⇒ যমুনার শাখা নদী → ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা।

⇒ ব্রহ্মপুত্রের শাখা নদী → যমুনা।

⇒ পদ্মার উপ-নদী → মহাগঙ্গা, টাঙ্গন, পুর্ভবা, নাগর, কুলিক।

⇒ যমুনার উপ-নদী → তিস্তা, ধরলা, করতোয়া, আত্রাই, বাঙালী।

⇒ মেঘনার উপ-নদী → শীতলক্ষ্যা, গোমতি, ডাকাতিয়া।

⇒ কর্ণফুলী নদীর উপনদী → হালদা, বোয়ালখালী, কাসালং।

বিভিন্ন নদ-নদীর উৎপত্তিস্থল

⇒ পদ্মা → হিমালয় পর্বতের গাঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে।

⇒ মেঘনা → আসামের নাগা মণিপুর পাহাড়ের দক্ষিণে লুসাই পাহাড় থেকে।

⇒ ব্রহ্মপুত্র → তিব্বতের কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ থেকে।

⇒ কর্ণফুলী → মিজোরামের লুসাই পাহাড় থেকে।

- ⇒ করতোয়া → সিকিমের পর্বত অঞ্চল থেকে।
- ⇒ সাঙ্গু → মায়ানমার-বাংলাদেশ সীমানার আরাকান পাহাড় থেকে।
- ⇒ হালদা → খাগড়াছড়ির বাদনাতলী পর্বতশৃঙ্গ থেকে।
- ⇒ মহানন্দা → হিমালয় পর্বতমালার মহালদিরাম পাহাড় থেকে।
- ⇒ গোমতি → ভারতের ত্রিপুরা পাহাড়ের সাবরুমে।
- ⇒ খোয়াই → ত্রিপুরার আঠারমুড়া পাহাড় থেকে।
- ⇒ ফেনী → পার্বত্য ত্রিপুরা পাহাড় থেকে।
- ⇒ মাতামুহুরী → লামার মইভার পর্বত থেকে।
- ⇒ যমুনা → কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ থেকে।
- ⇒ তিস্তা → সিকিমের পর্বত অঞ্চল থেকে।
- ⇒ মুহুরী → ত্রিপুরার লুসাই পাহাড় থেকে।
- ⇒ মনু → মিজোরামের পাহাড় থেকে।
- ⇒ সালদা → ত্রিপুরার পাহাড় থেকে।

বিভিন্ন নদীর তীরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ শহর/ স্থান

- ⇒ ঢাকা → বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে।
- ⇒ চট্টগ্রাম → কর্ণফুলী নদীর তীরে।
- ⇒ কুমিল্লা → গোমতী নদীর তীরে।
- ⇒ রাজশাহী → পদ্মা নদীর তীরে।
- ⇒ কুষ্টিয়া → গড়াই নদীর তীরে।
- ⇒ বাংলাবান্দা → মহানন্দা নদীর তীরে।
- ⇒ বরিশাল → কীর্তন খোলা নদীর তীরে।
- ⇒ খুলনা → ভৈরব ও রূপসা নদীর মিলনস্থলে।

- ⇒ সিলেট→ সুরমা নদীর তীরে।
- ⇒ ভোলা→ তেঁতুলিয়া ও বলেশ্বর নদীর তীরে।
- ⇒ হবিগঞ্জ→ খোয়াই নদীর তীরে।
- ⇒ মৌলভীবাজার→ মনু নদীর তীরে।
- ⇒ জামালপুর→ পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদীর তীরে।
- ⇒ কিশোরগঞ্জ→ পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদীর তীরে।
- ⇒ শরীয়তপুর→ পদ্মা নদীর তীরে।
- ⇒ শিলাইদহ→ পদ্মা নদীর তীরে।
- ⇒ মহাস্থানগড়→ করতোয়া নদীর তীরে।
- ⇒ ছাতক→ সুরমা নদীর তীরে।
- ⇒ ময়মনসিংহ→ পুরাতন ব্রক্ষপুত্র নদীর তীরে।
- ⇒ দিনাজপুর→ পুনর্ভবা নদীর তীরে।
- ⇒ ফরিদপুর→ আড়িয়াল খাঁ নদীর তীরে।
- ⇒ মাদারীপুর→ পদ্মা নদীর তীরে।
- ⇒ যশোর→ কপোতাক্ষ নদীর তীরে।
- ⇒ টেকনাফ→ নাফ নদীর তীরে।
- ⇒ বগুড়া→ করতোয়া নদীর তীরে।
- ⇒ চন্দ্রঘোনা→ কর্ণফুলী নদীর তীরে।
- ⇒ ঝিনাইদহ→ নবগঙ্গা নদীর তীরে।
- ⇒ টঙ্গী→ তুরাগ নদীর তীরে।
- ⇒ গোলাগঞ্জ→ মধুমতি নদীর তীরে।
- ⇒ টুঙ্গীপাড়া→ মধুমতি নদীর তীরে।

- ⇒ ঘোড়াশাল → শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে।
- ⇒ সারদা → পদ্মা নদীর তীরে।
- ⇒ ফেঞ্চুগঞ্জ → কুশিয়ারা নদীর তীরে।
- ⇒ নলছিটি → সুগন্ধা নদীর তীরে।
- ⇒ আশুগঞ্জ → মেঘনা নদীর তীরে।
- ⇒ পটুয়াখালী → পায়রা নদীর তীরে।
- ⇒ রাঙামাটি → কর্ণফুলী ও শংখ নদীর তীরে।
- ⇒ নোয়াখালী → মেঘনা ও ডাকাতিয়া নদীর তীরে।
- ⇒ সিরাজগঞ্জ → যমুনা নদীর তীরে।
- ⇒ কাপ্তাই → কর্ণফুলী নদীর তীরে।
- ⇒ গাজীপুর → তুরাগ নদীর তীরে।
- ⇒ পাবনা → ইছামতি নদীর তীরে।
- ⇒ মুন্সিগঞ্জ → ধলেশ্বরী নদীর তীরে।
- ⇒ চাঁদপুর → মেঘনা নদীর তীরে।
- ⇒ সুনামগঞ্জ → সুরমা নদীর তীরে।
- ⇒ মংলা → পশুর নদীর তীরে।
- ⇒ নারায়ণগঞ্জ → শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে।
- ⇒ আশুগঞ্জ → মেঘনা নদীর তীরে।
- ⇒ ঝালকাঠি → বিশখালী নদীর তীরে।
- ⇒ ঠাকুরগাঁও → টাঙ্গন নদীর তীরে।
- ⇒ ভৈরব → মেঘনা নদীর তীরে।
- ⇒ শেরপুর → কংশ নদীর তীরে।

- ⇒ রংপুর → তিস্তা নদীর তীরে।
- ⇒ টাঙ্গাইল → যমুনা নদীর তীরে।
- ⇒ পঞ্চগড় → করতোয়া নদীর তীরে।
- ⇒ কুড়িগ্রাম → ধরলা নদীর তীরে।
- ⇒ কক্সবাজার → নাফ নদীর তীরে।
- ⇒ ফেনী → ফেনী নদীর তীরে।
- ⇒ লালবাগের কেজা → বুড়িগঙ্গা নদের তীরে।
- ⇒ বরগুনা → বিশখালী ও হরিণঘাটা নদীর তীরে।
- ⇒ পাকসী → পদ্মা নদীর তীরে।
- ⇒ মাগুড়া → কুমার ও গড়াই নদীর তীরে।
- ⇒ ভেড়ামারা → পদ্মা নদীর তীরে।
- ⇒ মেহেরপুর → ইছামতি নদীর তীরে।
- ⇒ রাজবাড়ি → পদ্মা নদীর তীরে।
- ⇒ চালনা বন্দর → পশুর নদীর তীরে।